نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب ﷺ

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

মূল:

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী রহ.

ভাষান্তর:

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রহ.

যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

মূল :

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

অনুবাদ

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহঃ)

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ,
সাবেক ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
তফসীরে নূরুল কোরআন, বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান,
মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
সহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা

প্রকাশনায়

আন্-নূর পাবলিকেশন্স

৫২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয় : পৃষ্ঠা :

প্রথম অধ্যায়

নূরে মোহাম্মদীর বিবরণ..... ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে
ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার বিবরণ ১৭

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ বংশের বিবরণ..... ২৩

চতুর্থ অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরের নিদর্শনের কথা,
যা তাঁর পিতা ও অন্যান্য পূর্ব পুরুষের
মাঝে প্রকাশিত হয়েছে..... ২৬

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
মাতৃ-গর্ভে থাকাকালীন প্রকাশিত বরকতসমূহ..... ২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
জন্মগ্রহণের সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ৩১

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণ
সম্পর্কে আহলে কিতাবদের ভবিষ্যদ্বাণী..... ৩৩

সপ্তম অধ্যায়

প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের
দিন, মাস, বছর ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা ৩৭

অষ্টম অধ্যায়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শৈশবের বিভিন্ন ঘটনা..... ৩৯

নবম অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাঁদের
স্নেহ-যত্ন লাভ করেছেন এবং যাঁদের দুগ্ধ পান করেছেন তাঁদের বিবরণ .. ৪৮

বিষয় : পৃষ্ঠা :

দশম অধ্যায়

যৌবন কাল থেকে নবুওয়্যত লাভ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনা.....৫০

একাদশ অধ্যায়

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিরোধিতা.....৫৪

মেরাজ.....৬০

মেরাজ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা.....১০৯

আয়াতুল এসরা'র তফসীর.....১১৪

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব.....১২৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবিসিনিয়ায় হিজরত.....১২৬

চর্তুদশ অধ্যায়

নবুওয়্যত লাভের পর মক্কী জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা.....১২৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

হিজরতে মদীনা.....১৩২

ষোড়শ অধ্যায়

হিজরতের পরের ঘটনাবলী.....১৩৭

সপ্তদশ অধ্যায়

জেহাদের বিভিন্ন ঘটনা.....১৪০

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন দলের ইসলাম গ্রহণ.....১৬৫

ঊনবিংশ অধ্যায়

কর্মচারী নিয়োগ.....১৬৮

বিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট দাওয়াত নামা প্রেরণ.....১৬৯

একুশতম অধ্যায়

মোযেজা প্রসঙ্গ.....১৭২

বাইশতম অধ্যায়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন নাম ও তার সংক্ষিপ্ত অর্থ.১৮৬

বিষয় : পৃষ্ঠা :

তেইশতম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য..... ১৮৮

চব্বিশতম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
খাদ্য-দ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে..... ১৯১
পানাহার যা খাদ্য হিসেবে অথবা ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন..... ১৯১

পঁচিশতম অধ্যায়

হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পরিবার-পরিজন,
আত্মীয়-স্বজন সাহাবায়ে কেরাম ও খাদেমবৃন্দ..... ২০২
স্ত্রীগণ..... ২০২
বাঁদী ২০৩
সন্তান-সন্ততি ২০৩
হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পিতৃব্যগণ ২০৪
ফুফু..... ২০৪
গোলাম ও বাঁদী ২০৪
হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গৃহের বিশেষ
দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ..... ২০৫
প্রহরীবৃন্দ..... ২০৫
ওহী লিপিবদ্ধকারীগণ..... ২০৫
জল্লাদ ২০৬
কবি ও বক্তা ২০৬

ছাব্বিতম অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের মাধ্যমে
আল্লাহ্‌র রহমত ও নেয়ামতসমূহ..... ২০৭
হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর ঘটনা..... ২১৪
প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধান..... ২১৬
কাফন ২১৮
দাফন..... ২১৯
যেয়ারত..... ২২০

বিষয় : পৃষ্ঠা :

সাতাশতম পরিচ্ছেদ

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলমে বরয়খে.....২২৩

আটাশতম অধ্যায়

প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি
বিশেষ ফজিলত যা কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশিত হবে.....২২৮

উনত্রিশতম অধ্যায়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সে সব ফযিলত,
যা জান্নাতে প্রকাশিত হবে.....২৩৪

ত্রিশতম অধ্যায়

সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম.....২৩৯

একত্রিশতম অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা যাতে
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে ২৪৩

বত্রিশতম অধ্যায়

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বন্দেগীর
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে.....২৪৯

তেত্রিশতম অধ্যায়

উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দয়া-মায়া.....২৫২

চৌত্রিশতম অধ্যায়

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি উম্মতের দায়িত্ব ২৫৭

পয়ত্রিশতম অধ্যায়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন.....২৬১

ছত্রিশতম অধ্যায়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের ফজিলত ...২৭১

সাইত্রিশতম অধ্যায়

আল্লাহ্ পাকের দরবারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে
ওসিলা গ্রহণ করে দোয়া প্রার্থনা করা ২৮০

আটত্রিশতম অধ্যায়

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
আলোচনা অধিক পরিমাণ হওয়া ২৮৫

বিষয় : পৃষ্ঠা :

উনচল্লিশতম অধ্যায়

স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ প্রসঙ্গে ২৮৮

চল্লিশতম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়েত এবং ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা..... ২৯২
"ফাযায়েলে আহলে বায়েত" ২৯৩
আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারেস ওলামাগণের ফজিলত ২৯৬
সালাত ও সালামের চল্লিশ হাদীস..... ২৯৯

পরিশিষ্ট

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিশক্তি..... ৩২১
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৈহিক শক্তি ৩২১
প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য..... ৩২২
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলাপ-আলোচনা,
তাঁর খাদ্য-দ্রব্য, নিদ্রা এবং ওঠা-বসা প্রসঙ্গে ৩২২
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলী,
বীরত্ব, দানশীলতা, মাহাত্ম, আত্মত্যাগ এবং আন্তরিকতা ৩২৩
ক্ষমা ও ঔদার্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৩২৪
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিস..... ৩২৯
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনধারা..... ৩৩০
প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
খোদাভীতি এবং সাধনা ৩৩০
প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য..... ৩৩১
ধৈর্য ও সহনশীলতা..... ৩৩২
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
কেশ মুবারক ও পোশাক..... ৩৩৩
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তিম মুহূর্ত ৩৩৮
ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে প্রিয়নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ..... ৩৩৯
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কৌতুক..... ৩৩৯
হযরত ঈসা (আ.) হবেন অনুসারী..... ৩৪০

******

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

নূরে মোহাম্মদীর বিবরণ

প্রথম বিবরণ

আবদুর রাজ্জাক তাঁর সনদসহ হযরত যাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমাকে এই খবর দিন যে, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম কোন্ বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হে যাবের! আল্লাহ্ পাক সব কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে নিজের নূর থেকে (অর্থাৎ নিজের নূরের ফয়েজ দ্বারা) সৃষ্টি করেছেন। সেই নূর আল্লাহ্ পাকের কুদরতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণরত ছিল; আর সে সময় লওহ, কলম, বেহেশত, দোযখ কিছুই ছিল না, ফেরেশতাও ছিল না, এমনকি আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জ্বীন ও মানুষ এক কথায় কিছুই ছিল না।

এরপর যখন আল্লাহ্ পাক বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন সেই নূরকে চারভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ দ্বারা কলম সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লওহ, আর তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করেন। এরপর সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নূরে মোহাম্মদী হলো আল্লাহ্ পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কেননা, যেসব জিনিসের ব্যাপারে প্রথমে সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলোর সৃষ্টি যে নূরে মোহাম্মদীর পর, তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণ

হযরত এরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি ঐ

সময়ও খাতামুন নাবীয়্যিন ছিলাম, যখন আদম (আ.)-এর দৈহিক অবয়ব তৈরী হয়নি। মাটি এবং পানি সংমিশ্রিত কাঁদার আকৃতিতে ছিলেন তিনি। এ বিবরণটি আহমদ এবং বায়হাকীর। আর হাকেম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন। (ফায়দা) মেশকাত শরীফেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় বিবরণ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার নবুওয়্যত কখন থেকে দান্ড হয়েছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যখন আদম (আ.) দেহ এবং আত্মার মাঝামাঝি ছিলেন (অর্থাৎ যখন হযরত আদম (আ.)-এর দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি)। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিযী শরীফে। ইমাম তিরমিযী (র.) এই হাদীসের প্রশংসা করেছেন।

আর এমনি শব্দ মাইসারাহ গেবতীর বিবরণেও এসেছে। ইমাম আহমদ, ইমাম বোখারী (র.) স্বীয় ইতিহাসে এবং আবু নাঈম হুলিয়াতে এ বিবরণ পেশ করেছেন। আর হাকেম তার সত্যতা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ বিবরণ

ইমাম শা'বী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তি আরজ করলো ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কখন আপনি নবী মনোনীত হয়েছেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ "আদম (আলাইহিস সালাম) যখন রুহ এবং আত্মার মাঝামাঝি ছিলেন, তখন আমার নিকট থেকে নবুওয়্যতের শপথ নেয়া হয়েছে"। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ.

"এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে আর আপনার নিকট থেকে এবং নূহ আলাইহিস সালাম থেকে"।

পঞ্চম বিবরণ

ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.) তাঁর পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি আদম আলাইহিস

সালামের জন্মের ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমার পরওয়ারদেগারের দরবারে একটি নূর ছিলাম।

ফায়দা ঃ এ সংখ্যায় কম হতে পারে না, বেশী হওয়াটাকে বাঁধা দেয়া যায় না। অতএব, যদি আধিক্যের বিবরণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে সন্দেহ করা উচিত হবে না। প্রশ্ন হতে পারে যে, বিশেষতঃ এ সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, স্থানীয় বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়তো এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ বিবরণ

হযরত সহল এবনে সালেহ হামদানী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে আলীকে (অর্থাৎ ইমাম মোহাম্মদ বাকের) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তাঁর আগমন তো সকলের শেষে হয়েছে, এমন অবস্থায় তিনি সকলের অগ্রবর্তী কিভাবে হলেন?

তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠ থেকে বের করেছিলেন, তখন সকলকে (আত্মাকে) প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সর্বপ্রথম তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন– بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ "অবশ্যই" বলে, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলের পরে প্রেরিত হয়েও সর্বাগ্রে রয়েছেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন (আবি সহল কাত্যাফ রচিত "আমালী" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে)।

ফায়দা ঃ যদি এ অঙ্গীকার গ্রহণের সময় আত্মার সাথে রুহের মিলনও ঘটতো তবে সেক্ষেত্রেও রুহের হুকুমই প্রভাবশালী হতো। এজন্যে এ রেওয়ায়েতকে নূরের বিবরণে সন্নিবেশিত করা সমীচিন মনে করেছি। আর পূর্বে ইমাম শা'বীর বর্ণনায় রয়েছেঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার উল্লেখ রয়েছে। আর এ অঙ্গীকার হলো– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এটি আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির পরের ঘটনা, সম্ভবতঃ নবুওয়্যতের এ অঙ্গীকার শুধু তাঁর সাথেই ছিল, আর কেউ এতে শরীক হয়নি। যেমন উপরোক্ত হাদীসেও এর কিছু ইঙ্গিত রয়েছে।

সপ্তম বিবরণ

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি আপনার কিছু প্রশংসা করি (যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসাও এবাদত, তাই)। তিনি এরশাদ করলেন ঃ বলুন, আল্লাহ্ পাক আপনার রসনাকে রক্ষা করুন।

কবিতা ঃ

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِيْ
مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الْوَرَقُ
ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ
اَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقٌ
بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِيْنَ وَقَدْ
اُلْجِمَ نَسْرًا وَ اَهْلُهُ الْغَرَقُ
تَنْقُلُ مِنْ صَالِبٍ اِلٰى رَحِمٍ
اِذَا مَضٰى عَالَمٌ بَدَا طَبَقِ
وَرَدَتْ نَارُ الْخَلِيْلِ مُكْتَتِمًّا
فِيْ صُلْبِهٖ اَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ
حَتّٰى حَتٰوى بَيْتِكَ الْمُهَيْمِنِ مِنْ
خِنْدَفٍ عُلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ
وَاَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ اَشْرَقَتِ
الْاَرْضُ وَضَائَتْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ
فَنَحْنُ فِيْ ذٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّوْرِ
سُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ.

ওয়াসাল্লাম রয়েছেন তখন অগ্নি তাঁকে কিভাবে স্পর্শ করতে পারে! আর এভাবে তিনি পরপর স্থান পরিবর্তন করে খন্দফ-এর বংশে এসে উপস্থিত হন।

খন্দফ উপাধি হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দূর সম্পর্কীয় পিতামহ মুদরেকা ইবনে ইলিয়াসের মাতার বংশধরদের। যাঁর সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশীয় সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।

আর যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন যমীন আলোকিত হয়, তাঁর নূরে সমগ্র বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়, তাই আমরা সেই নূরের আলোতেই হেদায়েতের পথ অতিক্রম করি।

কবিতা ঃ

وَكُلُّ اٰيٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا

فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمُ

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا

يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِيْ ظُلَمِ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمُ.

"আর যত মোজেযা, যত অলৌকিক ঘটনা অন্যান্য রসূলগণের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরের বরকতেই হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য, সকল গুণ, যাবতীয় মাহাত্মের অধিকারী সূর্য, আর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালাম হলেন সেই সূর্যের চতুঃপার্শ্বের নক্ষত্ররাজী"।

"হে পরওয়ারদেগার! চিরদিন দরূদ ও সালাম নাযিল কর তোমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি"।

****